আগারগাঁও, ঢাকা

নং - ১৭.০০.০০০০.০০৯.৫২.০০৭.২১-২১৬

তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ / ০৭ জুন ২০২১

বিষয়: জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা সংক্রান্ত।

সূত্র: ১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং- ০৪.০০.০০০০.৪২৩.৯৯.০০৩.২০.৩৫ তারিখ: ২৪ মে ২০২১।
২। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০০.০০০০.০৭৭.২২.০০১.২০(১৭).৪৫ তারিখ: ১৭ মে ২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোল্লিখিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২০০৭-০৮ সালে মহামান্য আদালতের নির্দেশনা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দাবীর প্রেক্ষিতে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নির্বাচন কমিশনের এ কার্যক্রমকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কনসালটেন্ট, যন্ত্রপাতি এবং কারিগরি জনবল সরবরাহের জন্য ইউএনডিপি অন্য ৮ টি দেশের সহায়তায় পুল ফান্ড সরবরাহ করে। পুল ফান্ডের সহায়তায় ৮.১০ কোটি ভোটারের ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রকল্পের (PERP) আওতায় ২০০৮ সালে বাংলাদেশের জন্য একটি কম্পিউটারাইজড ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। সংগৃহীত তথ্য ভান্ডার বার বার ব্যবহার করার লক্ষ্যে একটি ডাটা সেন্টার এবং দ্বৈত ভোটার চিহ্নিত করার লক্ষ্যে একটি AFIS সিস্টেম সেন্টারের সাথে যুক্ত করা হয়। ভোটার তালিকা প্রণয়নকালে ভোটারদের নিকট হতে সামান্য কিছু বাড়তি তথ্য সংগ্রহ করে ভোটারদের একটি পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হয়। যা পরবর্তীকালে জাতীয় পরিচয়পত্রে রূপ নিয়েছে। ভোটার তালিকার জন্য নাগরিকদের সংগৃহীত তথ্য দ্বারা একই জনবল, অর্থ, শ্রম ও সময় ব্যবহার করে ভোটার তালিকার তথ্য থেকেই জাতীয় পরিচয়পত্র প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রস্তুতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত আইনে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ভোটার ডাটাবেইজের তথ্য-উপাত্তকেই ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

০২। ভোটার তালিকার ডাটাবেইজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নির্বাচন কমিশন Construction of Server Stations for the Electoral Database (CSSED) প্রকল্পের মাধ্যমে UNDP ও সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামোসহ Electoral Data Server স্থাপন করে। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এসকল ভৌত ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে।

০৩। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীসহ সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মধ্য হতে তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগসহ বিভিন্ন সমন্বয় কমিটি ও বিশেষ কমিটির তত্বাবধানের মাধ্যমে ভোটারযোগ্য ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে নিয়োগকৃত ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও টিম লিডারের মাধ্যমে বায়োমেট্রিকস ডাটা সংগ্রহ করে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উপজেলা/থানা পর্যায়ে এই ডাটা সংগ্রহ ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রতিবছর তথ্য সংগ্রহ করে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে অন্য কোন মন্ত্রণালয় বা সংস্থাকে এ ধরণের ক্ষমতা অর্পন করা হয়নি। ফলে অন্য কোন মন্ত্রণালয় বা সংস্থার পক্ষে সকল মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে এ ধরণের মহা কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভব হবে মর্মে প্রতীয়মান হয় না। ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ মোতাবেক উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৪। বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত দ্বায়িত্বসমূহ সূচারু ও নির্ভুলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০০৭ সাল থেকে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অনুদানে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুতের জন্য মাঠ পর্যায়ের সকল অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে AFIS matching system সহ ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়। জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য নির্বাচন কমিশন কোন অবকাঠামো, প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেনি। এসকল অবকাঠামো, প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নির্বাচন কমিশন ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করে। মাঠ পর্যায়ের অফিসসহ কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ সমূহের জনবল, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সংশোধন, ভোটার এলাকা পরিবর্তন, মৃত ভোটার কর্তন, ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ ইত্যাদি কাজের জন্য অপরিহার্য অবকাঠামো। এগুলো ছাড়া নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। এসকল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল ভোটার তালিকা, Electronic Voting Machine, Election Management system কাজ করছে। এসকল যন্ত্রপাতি নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য ডাটা প্রসেসিং, ম্যাচিং

এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কাগজে ছাপানো লেমিনেটেড পরিচয়পত্র তৈরী করে নির্বাচন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন ২০১০ এর আলোকে স্থায়ী ও স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরীর জন্য বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহয়তায় আইডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে চিপসংসহ প্লাস্টিক স্মার্ট কার্ড তৈরী করে বিতরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভোটার তালিকার তথ্য ব্যবহার করে বিদেশী একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান স্মার্ট কার্ডগুলো ছাপিয়ে সরবরাহ করেছে। বর্তমানে শুধুমাত্র কয়েকটি প্রিন্টার ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ড ছাপানো হচ্ছে।

বর্তমান পর্যায়ে জাতীয় পরিচয়পত্রের দায়িত্ব অন্য কোন মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্পণ করা হলে নতুন করে মাঠ পর্যায় হতে শুরু করে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অবকাঠামো, প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রয়োজন হবে, যা ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ।

৫। জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কোন জনবল নির্বাচন কমিশনে নাই। ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য কারিগরি জনবল ডাটা প্রসেসিং করে, অন্য দিকে নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সার্বিক ব্যবস্থাপনার সংগে জড়িত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে ডেপুটিশনে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ স্মার্ট কার্ড প্রিন্টিং এর কাজ করছেন। এ সকল কর্মকর্তা ২০০৮ সাল হতে এ কাজের সংগে জড়িত। এই দীর্ঘ ১২ বছর সময়কালে নানা ধরণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ ও পারদর্শি করে তোলা হয়েছে। তারা নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা। জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত আলাদা কোন জনবল না থাকায় এ সকল কার্যক্রম অন্য কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত করা হলে মাঠ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিশাল একটি জনবলের প্রয়োজন হবে যা ব্যয় সাপেক্ষ। একই সংগে তারা দক্ষ এবং পারদর্শী হয়ে না উঠলে জাতীয় পরিচয়পত্রের মত একটি জনগুরুত্বপূর্ণ কাজ মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হবে।

৬। নির্বাচন কমিশনের সংগে চুক্তির অধীনে প্রায় ১৪৮ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় পরিচয়পত্রের দায়িত্ব অন্য কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত করা হলে সেবা প্রদান বিঘ্নিত হওয়াসহ আইনানুগ জটিলতা সৃষ্টি সম্ভাবনা তৈরী হতে পারে।

৭। জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্বাচন কমিশন থেকে আলাদা করার লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ সালেও একটি উদ্যোগ গ্রহণ ক হয়েছিল। এ লক্ষ্যে একটি সংস্থা কাজ শুরু করলেও উপরে বর্ণিত কারণ সমূহের জন্য তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ফলে তা নির্বা কমিশনের নিকট রয়ে যায়। পরবর্তীতে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন ২০১০ এর মাধ্যমে এর কার্যক্রম বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নি ন্যস্ত করা হয়েছে।

৮। উপরোক্ত বিষয়গুলো জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবস্থাপনায় যে কোন পরিবর্তন আনার জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। এ বিষয় বিবেচনায় আনা হলে জাতীয় পরিচয়পত্রের কার্যক্রম ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখা সমীচীন হবে মর্মে কমিশন মনে করে।

(মোহাম্মদ এনামুল হক)
উপসচিব (সংস্থাপন)
ফোন: ৫৫০০৭৫২৮
মোবাইল: ০১৭১২৬০৯৫১১
enam.cc24@yahoo.com

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):

১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর সদয় অবগতির জন্য)।